শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) এর পক্ষ থেকে একটি বার্তা

শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় ভাইদের প্রতি উত্তর প্রদান

শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় ভাইদের প্রতি উত্তর প্রদান

উৎস: আস-সাহাব মিডিয়া

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, তার বাহিনীকে সম্মানিত করেছেন এবং বিশাল বাহিনীকে একা পরাজিত করেছেন, সালাত ও সালাম ওই নবীর উপর যার পরে আর কোনো নবী নেই, এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ইসলামের ঝান্ডাবাহী সৈন্যদের উপর।

সম্মানিত ভাইয়েরা/ ডক্টর তারেক আব্দুল হালীম, ডক্টর হানী আস সিবায়ী, ডক্টর ইয়াদ কুনাইবী, ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মুহাইসিনী, শাইখ মুহাম্মদ আল হাসম এবং ডক্টর সামী আল উরাইদী (আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রত্যেককে হেফাজত করুন ও রক্ষা করুন)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

আশা করি আপনারা এবং আপনাদের সাথীরা ভালো অবস্থায় আছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দুনিয়ার সম্মান ও আখেরাতের সফলতার জন্যে যা কল্যাণকর ও পছন্দনীয় মনে করেন এর উপর একত্রিত করুন।

অতঃপর,

১- আমার মতো দুর্বল বান্দাকে উদ্দেশ্য করে আপনাদের প্রদত্ত বক্তব্য সম্পর্কে আমি অবগত হয়েছি বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে; তাই আপনাদের মহান অবস্থানের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের জন্যে আমি আপনাদের ডাকে সাড়া দেওয়াকে আবশ্যক মনে করলাম,

আমি আপনাদের ব্যাপারে ধারণা করি যে, আপনারা মুসলমানদের ও মুজাহিদদের সাহায্যে, এদের মধ্যে চলমান ফিত্‌নার মুলোৎপাটনে, এদের রক্ত রক্ষায় এবং তাদের সম্মানের হেফাজতে আন্তরিক।

২- আর দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক ও শাম সম্পর্কে আপনাদের প্রশ্ন, এটা বিস্তৃতির ঘোষণার পূর্বে ও পরে এবং বাইআত নেওয়ার ব্যাপারে।

এগুলোতো আমি আমার পূর্বের কথায় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি যা বের হয়েছে **"শামের মুজাহিদদের রক্ত রক্ষার্থে শাহাদাহ"** শিরোনামে, যে, দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক হচ্ছে জামাআতে কায়েদাতুল জিহাদের অনুগত একটি শাখা, তাদের আমীর ও তাদের সৈন্যের ঘাড়ে জামাআতে কায়েদাতুল জিহাদের প্রতি বাইআত রয়েছে, আর এর আমীর হচ্ছেন শাইখ উসামা

বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ), অতঃপর এই অধম আমি। এটা তাদের কাছ থেকে বার বার প্রমাণিত হয়েছে, এ ব্যাপারে আমি পূর্বে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছি, এগুলো ছাড়াও অন্য একটি উদাহরণ অতিরিক্ত বলছি, এটা হচ্ছে সেটি যা শাইখ আবু বকর বাগদাদী আল হোসাইনী (হাফিজাহুল্লাহ) কর্তৃক আমাকে উদ্দেশ্য করে বিগত ৭ জিলহজ্জ ১৪৩৩ তারিখে প্রেরিত চিঠিতে উল্লিখিত হয়েছে, সেটি তিনি শুরু করেন এই বলে,

বাদ বিসমিল্লাহ, হামদ এবং সালাত ও সালাম আমাদের রাসূলুল্লাহের উপর... **আমাদের আমীর** শাইখ ডক্টর আবু মুহাম্মদ আইমান আল জাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহে) এর প্রতি,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

অতঃপর এর ভেতরেই তিনি বলেন,

"شيخنا المبارك؛ نودّ أن نبيّن لكم ونعلن لجنابكم أننا جزءٌ منكم، وأنّنا منكم ولكم، وندين الله بأنكم ولاةُ أمورنا ولكم علينا حقّ السّمع والطّاعة ما حيينا، وأنَّ نُصحكم وتذكيركم لنا هو حقٌّ لنا عليكم، وأمركُم مُلزم لنا، ولكن قد تحتاج المسائل أحياناً بعض التبيين لمعايشتنا واقع الأحداث في ساحتنا، فنرجو أن يتّسع صدركم لسماع وجهة نظرنا، ولكم الأمر بعد ذلك وما نحن إلا سهامٌ في كنانتكم".

"আমাদের সম্মানিত শাইখ! আমরা আপনাদেরকে পরিষ্কার করতে চাই এবং আপনাদের সামনে ঘোষণা করতে চাই যে, আমরা হচ্ছি আপনাদের একটি অংশ, আমরা আপনাদের থেকে আপনাদের জন্যেই, আল্লাহর কাছে ঋণী যে আপনারাই আমাদের নেতা, আমাদের উপর রয়েছে আপনাদের অধিকার শোনা ও মান্যতার, যতদিন পর্যন্ত আমরা জীবিত থাকবো, আপনাদের নির্দেশ আমাদের জন্যে আবশ্যক, কিন্তু কিছু কিছু বিষয় আছে যা আমাদের পরিমণ্ডলে ঘটে যেগুলোর পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, তাই আশা করবো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শোনার জন্যে আপনাদের বক্ষ প্রশস্ত করবেন, এগুলোর পরও আপনাদের নির্দেশের অধিকার রয়েছে এবং আমরা আপনাদের ধনুকের তীর ব্যতীত কিছু নই।"

২- আমি আবু বকর হোসাইনী বাগদাদীকে (আমি নিজেকে তাঁর সরাসরি আমীর বিশেষণে) গত জামাদিউস সানির প্রথমে ১৪৩৪ হিজরীতে একটি নির্দেশনা দিয়েছি যে, এই সঙ্কটে দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক ও শামকে অসার করে দিতে।

এই বিষয়কে আমি গুরুত্বারোপ করেছি গত ১৩ রজব ১৪৩৪ হিজরীতে সঙ্কটে এটাকে অসার করে দিতে, যার মধ্যে উল্লেখ ছিলো "দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক ও শাম" বাতিল করে "দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক" নামে কাজ চালিয়ে যেতে।

উল্লেখ্য আমি এই দৃষ্টি পোষণ করি, যে জামাদিউস সানির প্রথম দিকে ১৪৩৪ হিজরীতে প্রদত্ত বক্তব্যের পর শাইখ আবু বকর হোসাইনী বাগদাদী যে সমস্ত বাইআত জমা করেছেন এর সবগুলো হচ্ছে বাতিল, কেননা এগুলি আমার নির্দেশের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করে হয়েছে এই হিসেবে যে, আমি হচ্ছি তাঁর সরাসরি আমীর।

৩- আর এখন থাকলো বিবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষের ব্যাপারে আপনাদের প্রশ্ন। এক্ষেত্রে আমি বার বার বলেছি, শামের সঙ্কটের প্রথম সমাধান হচ্ছে মুজাহিদদের মধ্যকার লড়াই সাথে সাথে বন্ধ করা, আর আমি এ ব্যাপারে আমার সর্বশেষ বার্তায় নির্দেশ প্রদান করেছি শাইখ আল ফাতিহ আবু মুহাম্মদ জাওলানি (হাফিজাহুল্লাহ) ও জাবহাতুন নুসরার সকল সম্মানিত মুজাহিদদেরকে, এবং অনুরোধ করেছি শামে অবস্থিত মুজাহিদদের প্রত্যেক সংগঠন ও সংস্থাকে, যে, আপনারা তাড়াতাড়ি বিরত হন ওইসব লড়াই থেকে যা সীমালঙ্ঘন হয় নিজেদের জানের উপর, মুজাহিদ ভাইদের সম্মানের উপর এবং সমস্ত মুসলমানদের উপর, এবং প্রত্যেকে মনোযোগী হোন ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে, এটাকে আমি পূর্বে বার বার আবেদন করেছি, যে, প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যকার লড়াই নিরসনের জন্যে স্বতন্ত্র শরীয়াহ বোর্ডের মাধ্যমে রায় নিন।

হে সম্মানিত ভাইয়েরা! আমি মনে করি এটা হচ্ছে আপনাদের দায়িত্ব এবং আহলে ইলম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের দায়িত্ব যারা শামের জিহাদের ব্যাপারে আন্তরিক, যে, তাঁরা এ বিষয়ে আহ্বান করবেন, তারপর উম্মতকে সুস্পষ্ট ও উজ্জলভাবে জানিয়ে দিবেন যে, কারা এই সালিশে সাড়া দেয় এবং কারা তা থেকে পলায়ন ও গড়িমসি করে। এটা হচ্ছে আমানত যা আমি আপনাদের উপর অর্পন করেছি, আপনারা আমার চেয়ে বেশী সক্ষম, এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশী অবগত।

৩- তেমনিভাবে আমি আবেদন করি হে সম্মানিত ভাইয়েরা! আমি আবেদন করি ওইসব প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানী ভাইদের কাছে যারা শামের জিহাদের ব্যাপারে আন্তরিক, যে, আপনারা ঐ ঝড়কে বাধা দিন বিরোধীদের পিছে হটাতে, খেয়ানত বন্ধ করতে, কুফরের দিকে সরে আসাকে রোধ করতে এবং অতঃপর এটা দূর করার প্রচেষ্টায়। এটা হচ্ছে ঐ ঝড় যার প্রতিরোধে প্রত্যেক জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞদের এক সাথে নেমে আসা আবশ্যক।

৪- হে সম্মানিত ভাইয়েরা! আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি যে, আমি এবং আমাদের ভাইয়েরা (আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পায়) সর্বদা আছি যেমনি আপনারা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন। আমরা আহবান করছি ভেতরে বাহিরে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্যে, শরীয়াহ আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্যে, এবং আমরা কথা ও কাজে যেগুলোর মালিক আছি তা যেন শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত সার্বভৌমত্বের উর্ধ্বে না হয়।

যে আমাদের উপর এর ব্যতিক্রম কিছু দাবি করে, তাঁর জন্যে আমরা আল্লাহর কাছে চাই তিনি যেন তাকে মাফ করে দেন, তিনি যেন আমাদেরকে ঐ বিষয়াবলীতে একত্রিত করেন যা তিনি পছন্দ করেন ও সন্তুষ্ট হন।

৫- তেমনিভাবে আমি প্রত্যাশা করি শাইখ আবু বকর হোসাইনী বাগদাদী (হাফিজাহুল্লাহ) ও তাঁর ভাইদের কাছে যে, তারা যেন বিবেকের কন্ঠ গভীরভাবে শুনেন; এবং নিজেদেরকে ইরাকের ভূমির জন্যে নিয়োজিত করেন, যেখানে আরো অত্যধিক প্রচেষ্টা ব্যয় করা প্রয়োজন, যাতে করে শামে মুসলমানদের রক্তের এই প্রবাহিত ঝর্ণা বন্ধ হয়।

পরিশেষে আমি আশা করবো আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বিলম্ব করার কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন, আপনারা তো জানেন আমার অবস্থা এবং আমার ভাইদের অবস্থা, কিন্তু আমি আপনাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় বর্তমানে একটি মহান বিজয়ের উপকণ্ঠে, যা হবে ইসলামের ইতিহাসে অভাবিত বিজয়।

وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

ওয়াসসালাম

আপনাদের প্রিয় ভাই
আইমান আল জাওয়াহিরী
জুমুআ ৩ রজব ১৪৩৫ হিজরী